

ইনোভেশন আইডিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত “ইউনিয়ন প্রাণিসম্পদ সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা” মাঠ পর্যায়ের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মশালার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতিঃ	অজয় কুমার রায় মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
প্রধান অতিথিঃ	জনাব মোঃ মাকসুদুল হাসান খান সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
তারিখঃ	০৪/০২/২০১৬
সময়ঃ	সকাল ১০.০০ ঘটিকা
স্থানঃ	অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট “ক” তে দেখানো হল।

০২। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। তিনি সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মহোদয়-কে আজকের এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সভায় জানান যে, গত ১৯/০১/২০১৬ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উদ্যোগে “জনসেবায় উদ্ভাবন” বিষয়ক সোস্যাল মিডিয়া সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সংলাপ অনুষ্ঠানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ উপস্থাপন করা হয়। ডাঃ অমিতাভ চক্রবর্তী, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, কুড়িগ্রাম সদর (বর্তমানে পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নরত) উদ্ভাবনী উদ্যোগটি উপস্থাপন করেন। তার উদ্ভাবনী উদ্যোগ “ইউনিয়ন প্রাণিসম্পদ সেবাকেন্দ্র” মাঠ পর্যায়ের রেপ্লিকেটের লক্ষ্যে আজকের এই কর্মশালা।

সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সভায় প্রথমে উদ্ভাবনী উদ্যোগটি কুড়িগ্রাম সদরে সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান। এ উদ্যোগটি মাঠ পর্যায়ের রেপ্লিকেশনের কারিগরী দিক পর্যালোচনার জন্য তিনি আজকের এই কর্মশালায় সবাইকে আহ্বান জানান। তিনি জানান, উদ্ভাবনী উদ্যোগটি রেপ্লিকেট করতে অর্থের প্রয়োজন হতে পারে। কিভাবে এই অর্থের সংস্থান হবে সে বিষয়ে এ কর্মশালা থেকে একটি দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। উদ্ভাবনী উদ্যোগটি রেপ্লিকেট করার আগে এর গুণগতমান ও টেকসই করণের বিষয়ের উপর আলোচনা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি জানান, a2i ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করে যাচ্ছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অব্যাহত ভাবে এ কাজে অংশগ্রহণ করে যাচ্ছে।

সভায় সচিব মহোদয় আরও জানান, ইনোভেশন কাজের জন্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পুরস্কার/সার্টিফিকেট প্রবর্তনের ব্যবস্থার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি অধিদপ্তরে একটি মিডিয়া সেল

স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং কার্যক্রমকে আরও গতিশীলতা ও প্রচারের জন্য প্রকাশনা প্রয়োজন মর্মে মত প্রকাশ করেন।

জনাব মানিক মাহমুদ, ক্যাপাসিটি ডেভলপমেন্ট স্পেশালিষ্ট, a2i সভায় জানান যে, রেফ্রিজারেটরসহ প্রাথমিক রোগ পরিচর্যার যন্ত্রপাতিসমূহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মহোদয়দেরকে এ কাজটিতে সংশ্লিষ্ট করে উপজেলা/ইউনিয়ন তহবিলের মাধ্যমে সংগ্রহের উপর জোর দেন। এতে কোন ইউনিয়নবাসী উপকৃত হলে অন্য চেয়ারম্যান মহোদয়ও এ কাজে উৎসাহী হয়ে উদ্যোগী ভূমিকা নেবেন বলে তিনি মতামত প্রকাশ করেন। পরিচালক, গর্ভন্যাঙ্গ ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সভায় জানান, আমাদের-কে সীমিত সম্পদ ও লোকবল নিয়েই জনগনকে কিভাবে ভাল সেবা প্রদান করা যায় সে দিকে নজর দিতে হবে। তিনি ইউ.ডি.সি-এর লোকবল ব্যবহারের মাধ্যমে সেবাটি জনগনের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান, a2i আমাদেরকে ইনোভেশন কার্যক্রম গ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছে। এই সুযোগ কে কাজে লাগিয়ে আমাদেরকে সময় ও ব্যয় কমানোর মাধ্যমে সেবাটিকে জনগনের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে হবে। তিনি আজকের এই সভায়, উদ্ভাবনী উদ্যোগটি রেপ্লিকেট করার ক্ষেত্রে, কি কি ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার আহবান জানান।

কর্মশালার দ্বিতীয় পর্যায়ে কর্মকর্তাদেরকে কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত করে ডাঃ অমিতাভ চক্রবর্তীর উদ্ভাবনী উদ্যোগটি রেপ্লিকেট করার ক্ষেত্রে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়। গ্রুপভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপন করা হয়।

এতদবিষয়ে আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়ঃ

- (১) প্রাথমিকভাবে উদ্ভাবনী উদ্যোগটি ০৭ টি বিভাগের ০৭ টি নির্বাচিত উপজেলার ০১ টি ইউনিয়নে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিভাগীয় উপপরিচালকগণ প্রতি বিভাগে আলোচনা করে একটি ইউনিয়ন নির্বাচন করে সংশ্লিষ্ট উপজেলার U.L.O কে এ বিষয়ে উদ্যোগী হওয়ার ব্যবস্থা নিবেন। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা এ বিষয়ে সহায়তা প্রদান করবেন।
- (২) ইনোভেটরবৃন্দ(স্থানীয় ভি.এস/ইউ.এল.ও)স্থানীয় উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মহোদয়দেরকে উদ্ভাবনী উদ্যোগটির সফলতা জানিয়ে অনুপ্রাণিত করে উদ্যোগটি বাস্তবায়নে উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বাজেট সংস্থানের ব্যবস্থা নিবেন।
- (৩) উদ্যোগটি বাস্তবায়নের জন্য পূর্ণাঙ্গ কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন করা হবে। বাস্তবায়ন পরবর্তি কার্যক্রম প্রতিমাসে মহাপরিচালক বরাবর পাঠানোর জন্য ইনোভেটরবৃন্দ ব্যবস্থা নিবেন।

(৪) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের ইনোভেশন কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদানের জন্য পুরস্কার/সার্টিফিকেট প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হবে।

(৫) অধিদপ্তরে একটি মিডিয়া সেল স্থাপন ও কার্যক্রম প্রচারের জন্য প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হবে।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিনে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/

(অজয় কুমার রায়)

মহাপরিচালক (অঃ দাঃ)

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।